ভারী বৃষ্টি হয়নি, চাঁপাডাঙ্গার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে

লাটাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাত থেকেই মাল ব্লকের চাঁপাডাঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয়েছে। তবে নেওড়া নদীর ভাঙন রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে ব্লকের মৌলানি ও লাটাগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায়। গত কদিনে এলাকার বেশ কিছু বিঘা কৃষি জমি তলিয়ে গিয়েছে নেওড়ায়। পাশাপাশি চাঁপাডাঙ্গা ও দোমোহনির মধ্যে নবনির্মিত জেলা পরিষদের রাস্তায় শুরু হয়েছে রেইনকাট। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সেই রেইনকাট মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে।

গত কয়েক দিনের লাগাতার বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার থেকেই মাল ব্লকের চাঁপাডাঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে বুধবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টি না হওয়ায় এবং বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রৌদ্রোজ্জ্বল পরিবেশ থাকায় এদিন ব্লকের সর্বত্রই নেমে যায় নদীর জল। জল কমলেও ব্লকের মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাটিয়ালি এবং লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরঝাড় মাটিয়ালিতে নেওড়া নদীর ভাঙন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গত দুদিনে এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি জমি, রাস্তা, তলিয়ে গিয়েছে নেওড়ায়। এলাকার বাসিন্দা কেষ্ট টিকাদার, স্বপন সরকার, গোবিন্দ রায়রা অভিযোগ করেন, কয়েক বছর ধরে এলাকায় ভাঙন চললেও তা মোকাবিলায় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না সেচ দপ্তর। যার জেরে পরিস্থিতি হয়েছে ভয়ংকর। বর্তমানে যেভাবে ভাঙন চলছে তাতে দ্রুত মোকাবিলা করা না হলে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়বে গোটা গ্রাম। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খুকুমণি রায় জানান, এলাকার ভাঙনের বিষয়টি সত্যি উদ্‌বেগের। তবে ভাঙন মোকাবিলায় কাজ করার মতো সামর্থ্য নেই গ্রাম পঞ্চায়েতের। বিষয়টি সেচ দপ্তরে জানানো হয়েছে।

একই পরিস্থিতি লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তরঝাড় মাটিয়ালিতে। সেখানেও নেওড়ার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমির পাশাপাশি গ্রামবাসীর যাতায়াতের রাস্তা। সেচ দপ্তরের মালের এক আধিকারিক জানান, যাতে ভাঙন মোকাবিলায় দ্রুত কাজ করা যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে দোমোহনি ও চাঁপাডাঙ্গার মধ্যে নবনির্মিত রাস্তার বহু স্থানেও শুরু হয়েছে রেইনকাট। সেগুলিও মেরামত চলছে জোরকদমে বলে জেলাপরিষদ সূত্রে খবর। মালের বিডিও বিমানচন্দ্র দাস জানান, নদীর জল নেমে আসায় ব্লকের কোথাও আর বন্যার মতো পরিস্থিতি নেই। তবে কিছু কিছু এলাকায় ভাঙনের খবর রয়েছে। সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে ভাঙন মোকাবিলায় কাজ করা হবে বলে জানান বিডিও।

গণেশপুজো

জলপাইগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গণেশপুজোয় মেতে উঠেছেন জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা। রাজগঞ্জের আমবাড়িতে গণেশপুজো হচ্ছে। আমবাড়ি ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতির পরিচালনায় এবছর চতুর্থ বর্ষে পা দিয়েছে ওই পুজো। এলাকায় আর কোনো গণেশপুজো না হওয়ায় আমবাড়ির পুজোকে ঘিরে ব্যাপক উন্মাদনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার পুজোর উদ্বোধন করেন সাহুডাঙ্গি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের দুই স্বামীজি বিনয়ানন্দ মহারাজ এবং জীবনানন্দ মহারাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শশীকুমার রায়, উপপ্রধান তুষার দত্ত এবং ব্যবসায়ী সংগঠনের কর্মকর্তারা। কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বৃহস্পতিবার চালসা গোলাইয়ের ব্যবসায়ী দিলীপ সরকার প্রথম বর্ষের গণেশপুজোর আয়োজন করেন। পুজো উদ্যোক্তা দিলীপবাবু জানান, 'চালসায় আগে বড়ো করে গণেশপুজো হত। বিগত কয়েক বছর ধরেই তা বন্ধ। এবছর তাই আমি পুজোর উদ্যোগ নিয়েছি।' এদিন পুজোমণ্ডপে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় ছিল। বানারহাটেও শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী গণেশ উৎসব। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, এবছর এই পুজোর সপ্তম বর্ষ। আয়োজক কমিটির পক্ষে রাহুল পোদ্দার বলেন, 'এবছর ২০১ কেজি লাড্ডুর ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্তরা

লাটাগুড়ি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকে শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পেতে চলেছেন শীঘ্রই। রাজ্য সরকারের তরফে ওই দুই ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। দ্রুত যাতে কৃষকরা ক্ষতিপূরণের টাকা পান, ব্লক প্রশাসনের তরফে সেই উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে।

জানা গিয়েছে, গত ১০ মে মাত্র ১৫ মিনিটের শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে মাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বেশকয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষি বলয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। বিশেষ করে জমিতে থাকা পাটেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। সেইসময় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করে রাজ্য সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন করা হয়। সেই মোতাবেক মাল ও ময়নাগুড়ি ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট ১১টি মৌজার কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য আনুমানিক প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চারটি ও রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি মৌজার কৃষকদের জন্য তিন কোটি টাকা, মাল ব্লকের লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি মৌজায় ও মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনটি মৌজার কৃষকদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ তথা ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান মনোজ রায় জানান, রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারি ও আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়াতের দক্ষিণ বরোগিলা, পূর্ব বরোগিলা, পশ্চিম বরোগিলা ও চাপগড়ের কৃষকরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগবন্ধু সেন জানান, লাটাগুড়ি, উত্তর মাটিয়ালি ও ঝাড় মাটিয়ালি মৌজার কৃষকরা ক্ষতিপূরণের টাকা পাবেন। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মহাদেব রায় জানান, গ্রাম পঞ্চায়াতের আদাবাড়ি, চক মৌলানি ও দক্ষিণঝাড় মাটিয়ালির কৃষকরা খুব শীঘ্রই টাকা পাবেন। তবে দক্ষিণ চক মৌলানি ও দক্ষিণ মাটিয়ালির ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম পাঠানো হলেও তাঁদের এলাকা কেন ক্ষতিপূরণের তালিকায় এল না তা বোঝা যাচ্ছে না। এই নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান খুকুমণি রায় জানান, ওই দুই এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নাম পুনরায় পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি, কেন তাঁদের ক্ষতিপূরণের টাকা এল না তাও দেখা হচ্ছে।

স্মারকলিপি

করণদিঘি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে বিডিওর দেখা না পেয়ে পথ অবরোধ করে ধরনায় বসলেন করণদিঘি ব্লক মিড-ডে মিল রাঁধুনি এবং সাফাইকর্মী সমিতির সদস্যরা। বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার জেরে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘিতে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সাময়িক যানজট সৃষ্টি হয়। এদিন প্রায় ২ ঘণ্টা অবরোধ চলে। করণদিঘি পুলিশ এবং ব্লকের যুগ্ম বিডিও আমিন মুর্মু অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। মিড-ডে মিল রাঁধুনি ও সাফাইকর্মীদের দাবি, বকেয়া সাম্মানিক থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। তাঁদের দাবি, ৬ হাজার টাকা করে ১২ মাসের বেতন দিতে হবে, মাস্টার রোল বানাতে হবে ইত্যাদি। এদিন বিডিও না থাকায় তাঁরা সমস্ত দাবি সংবলিত স্মারকলিপি যুগ্ম বিডিওর হাতে তুলে দেন। যুগ্ম বিডিও বলেন, 'এদিন বিডিও বিজয় মুক্তান জেলাতে একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে গিয়েছেন। রাঁধুনিদের কথা শুনেছি। বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খুঁটিপুজো

বানারহাট, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে বানারহাট সর্বজনীন দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বানারহাট থানার আইসি বিপুল সিনহা, বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ভাগ্যশ্রী টিগ্গা, উপপ্রধান তবারক আলি, রাজু গুরুং, মানস দত্ত সহ অন্যরা। এবছরের পুজো কমিটির সভাপতি নয়ন দত্ত ও সম্পাদক কুট্টি নন্দী জানান, বানারহাট এলাকার সর্বপ্রাচীন এই পুজো

এবছর ৭৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর পুজোয় নারী ও শিশু পাচার বিরোধী সচেতনতা অভিযান চালানো হবে। পাশাপাশি সপ্তাহব্যাপী মেলাও হবে।

MBBS 2019
5 Lac only Any Colleges any State's
NO DONATION REQUIRE
JUST REGISTERED SURE SUCCESS, SILIGURI
LAST DATE UP-TO 30th SEPTEMBER
✆ 8318647780
e-mail : wbmedical2018@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
অনুপ্রেরণায়
নবরূপে সজ্জিত চালু যুব আবাসের অনলাইন বুকিং পরিষেবা গ্রহণ করে আসন্ন শারদোৎসবের দিনগুলি আনন্দে ভরে তুলুন

নবরূপে সজ্জিত নিম্নলিখিত ২৯ টি যুব আবাসে থাকতে হলে দেরি না করে আজই বুকিং করুন

- কলকাতা — রাজ্য যুবকেন্দ্র যুব আবাস, মৌলালি
- উত্তর ২৪ পরগনা — নবপ্রজন্ম রাজ্য যুব আবাস, বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন, সল্টলেক
- দক্ষিণ ২৪ পরগণা — গঙ্গাসাগর যুব আবাস
- পূর্ব মেদিনীপুর — দীঘা যুব আবাস
- পশ্চিম মেদিনীপুর — রাঙামাটি যুব আবাস
- পশ্চিম বর্ধমান — কাজী নজরুল যুব আবাস (চুরুলিয়া), মাইথন যুব আবাস, দুর্গাপুর যুব আবাস
- নদীয়া — মায়াপুর যুব আবাস, নবদ্বীপ যুব আবাস
- বাঁকুড়া — রামকিঙ্কর যুব আবাস, মুকুটমণিপুর যুব আবাস, শুশুনিয়া যুব আবাস, বিষ্ণুপুর যুব আবাস
- মালদা — মালদা যুব আবাস, স্বামী বিবেকানন্দ মাল্টিফেসিলিটি সেন্টার যুব আবাস
- বীরভূম — ম্যাসাঞ্জোর যুব আবাস, বক্রেশ্বর যুব আবাস, বোলপুর যুব আবাস
- পুরুলিয়া — পুরুলিয়া যুব আবাস, অযোধ্যা পাহাড় যুব আবাস, জয়চন্ডী পাহাড় যুব আবাস
- মুর্শিদাবাদ — লালবাগ যুব আবাস
- আলিপুরদুয়ার — মাদারিহাট যুব আবাস
- কোচবিহার — কোচবিহার যুব আবাস
- জলপাইগুড়ি — মাটিয়ালি যুব আবাস
- দার্জিলিং (শিলিগুড়ি মহকুমা) — ডাবগ্রাম যুব আবাস, কাঞ্চনজঙ্ঘা যুব আবাস, পাহাড়িয়া ভবন যুব আবাস

এছাড়াও কলকাতার মৌলালিস্থিত রাজ্য যুব কেন্দ্রে শীততাপনিয়ন্ত্রিত স্বামী বিবেকানন্দ কনফারেন্স হল (১০০ আসনবিশিষ্ট) এবং নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অন্য একটি শীততাপনিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স হল (২০০ আসনবিশিষ্ট) নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ – স্কুল ও কলেজের পক্ষ থেকে বুকিং করলে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা

বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন
যুবকল্যাণ অধিকার, স্ট্যান্ডার্ড বিল্ডিং (৩য় তল)
৩২/১, বি.বা.দি.বাগ (দক্ষিণ)
কলকাতা – ৭০০ ০০১
দূরভাষঃ ০৩৩ ২২৪৮ ০৬২৬

রাজ্য যুবকেন্দ্র, মৌলালি
১৪২/৩, এ.জে.সি,বোস রোড
কলকাতা – ৭০০ ০১৪
দূরভাষঃ ০৩৩ ২২৬৫ ৩২৩১

অনলাইন বুকিং পরিষেবার সুযোগ গ্রহণ করতে লগ অন করুন – www.youthhostelbooking.wb.gov.in

..ICA-2019(11)/2018..

যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার